বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান :

Mr. Raju Chanda
SACT, Department of Bengali
Vijaygarh Jyotish Ray College

বাংলা সাহিত্যভুবনের আধুনিক যুগের জ্যেষ্ঠ সন্তান গদ্য । আর এই গদ্যের বিকাশ যাঁদের হাত ধরে ক্রমাগত সাবালকত্ব লাভ করে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) তাঁদের অগ্রগন্য ও পথপ্রদর্শক ।তিনি পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও কর্মক্ষমতার সার্থক সমন্বয়ে একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ।তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ- সংস্কৃত , ফারসি , ইংরেজি , উর্দূ ও বাংলা ভাষায় সামান ভাবে পারদর্শী । আবার মূল বাইবেল পড়বার জন্য তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন ।বাংলা সাহিত্যের আধুনিক বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গনে তাঁর মানস পরিক্রমা আবার যুগজিজ্ঞাসার ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি প্রাচ্য- ভুবনের প্রথম জাগ্রত পুরুষ । আত্মপ্রত্যয় , আধুনিক যুক্তিবাদ , বিজ্ঞান মনস্কতা এবং উদার মানবতাবোধ নিয়ে রামমোহন তাঁর সাহিত্যে সমাজ ও জীবনমুখীন তাৎপর্যকে বড় করে তুলেছেন।

ঔপনিষদিক হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে ব্রাহ্মধর্মের প্রচলন তাঁরই কীর্তি। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক য়ুরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি মধ্যযুগের বন্ধন থেকে দেশবাসীর মনের মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন । ব্যক্তি -স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বাধীনতার স্পষ্ট চেতনাও তাঁর মধ্যে প্রথম অঙ্কুরিত হতে দেখি। তিনি বেদান্তদর্শনের বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং সমাজ-সংস্কার -শিক্ষাসংস্কার- কেন্দ্রিক কর্মযোগকে সমন্বিত করেছিলেন ।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রামমোহন প্রাচীন আদর্শের পক্ষপাতী , আবার শিক্ষা ও সমাজ আদর্শের দিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য ভাবনার ভাবুক।রামমোহনের জীবন ও কর্মে --- তাঁর মুক্তবুদ্ধি ,যুক্তিবাদে বিশ্বাস , সুগভীর মানবতাবাদ, প্রাচীন শাস্ত্রাদি উদ্ধারের চেষ্টা -- সব কিছু মিলিয়ে নবজাগৃতির পূর্ণ রূপ প্রতিবিম্বিত ।প্রসঙ্গত এইসমস্ত নানাবিধ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে যথাযথই ‘ভারতপথিার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন ।আবার অনেকেই তাঁকে ‘Morning Star or reformation’ বলে অভিহিত করেছেন ।

রামমোহনের ‘সম্বাদ কৌমুদী’ নামক পত্রিকা ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় । শ্রীরামপুর মিশন প্রচারিত সাময়িক পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রচনা প্রচারিত হতে দেখি । তিনি তাঁর পত্রিকায় সেই মিথ্যা অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন । এছাড়াও নানাবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ থাকত । রামমোহন রায় একটি ইংরেজি এবং একটি ফারসি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন ।

১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রামমোহন রায় প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । আমরা প্রকাশ কাল অনুযায়ী তাঁর একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরব :

বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)
বেদান্ত সার (১৮১৫)
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)
উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৮)
সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮এবং ১৮১৯)

কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)
ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১)
সহমরণ বিষয়ক(১৮২৩)
কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার
ব্রাহ্মসঙ্গীত (১৮২৮)
গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)
পথ্যপ্রদান (১৮২৯)

'বেদান্তগ্রন্থ' তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রচনা । এই গ্রন্থে যে বাগ্‌ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে তা বাংলা গদ্যে পূর্বে ছিল না ।যেমন :

''সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্মা হয়েন , এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিয়াছেন''

অন্যদিকে 'বেদান্তসার' -এ রামমোহন সরল ভাষায় সূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। বেদ, উপনিষদ ও বেদান্ত অবলম্বনে যুক্তির ক্রম অনুসারে তিনি 'বেদান্তসার'-কে সজ্জিত করেছেন । এর প্রকাশভঙ্গি আরো স্বচ্ছ ও জড়তামুক্ত। যেমন :

''ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতারা পূজা করেন , ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম কদাপি নাই।। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরো অধিকার হয় ।''

রামমোহন মোট পাঁচখানি উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন । পাঁচখানি উপনিষদের প্রথমেই তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় উপনিষদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

''সর্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় । আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্য জনক ভাবসম্বন্ধ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয় ।''

এ ভাষা তেমন জটিল নয় । উপনিষদের অনুবাদ নয় , অনেক ক্ষেত্রে তা বিচার ও বিশ্লেষন ।

রামমোহনের বিতর্কমূলক ধর্মীয় প্রবন্ধগুলি 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' , ' ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' , 'গোস্বামীর সহিত বিচার' , 'কবিতাকারের সহিত বিচার' ,'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' , 'ব্রাহ্মণসেবধি' , 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেদান্ত ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মবাদ প্রচার তাঁর যেমন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল , তেমনি তাঁর সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একাকী লিপিযুদ্ধ করেন এবং প্রতিপক্ষের হাস্যকর অসার যুক্তিকে খন্ড-বিখন্ড করে নিজ মত ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে রামমোহন যেন নব্য নৈয়ায়িকের বংশধর ।

তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলী চিন্তার স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতা যেমন ধরে রেখেছে তেমনি রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্বকেও যেন প্রকাশ করেছে । তিনি ধর্মে প্রাচ্যের ভাবানুগামী হলেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচারে , শিক্ষাগত , সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে পাশ্চাত্য অনুসারী , জ্ঞানমার্গী বৈদান্তিক হয়েও বিষয়কর্মে সু-অভিজ্ঞ।শাস্ত্রীয় বিষয় থেকে রামমোহন যখন সামাজিক বিষয় ভাবনায় ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন তাঁর গদ্যরীতি বা ভাবাদর্শ অনেক সরল ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ।সামাজিক বিষয়ের ভাষা পরিচিত বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ভাষা রচনায় রামমোহন জ্ঞানবৃত্তিকেই সক্রিয় করেননি - উপরুন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে ও অকৃত্রিম সহানুভূতির স্পর্শে আলোচ্য পর্বের সামাজিক বক্তব্যের গভীরতা ভাবাদর্শের যোগ্য মাধ্যমে সজীব রসপরিনতি লাভ করেছে । তাঁর সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থটি রচনার মধ্যে গভীর সমাজ বিষয়ক উপাদানকে

যুক্তিগ্রাহ্য ও মননধর্মী করে তুললেও প্রত্যুত্তরমূলক বক্তব্যকেও যে কতখানি রসশীল ও তথ্যবিযুক্ত সাহিতারসে রূপায়িত করা যায় -তার পরিচয় রামমোহন দিয়েছেন ।

রামমোহন রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রথম বাংলা ব্যাকরণ । এই গ্রন্থটিতে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় । এখানে তিনি ধ্বনি , বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাকরণগত আলোচনা করেছেন । আবার বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কতগুলি উচ্চারণ বৈশিষ্ট প্রসঙ্গেও মৌলিক আলোচনা করেছেন ।বাংলা ভাষার প্রত্যয় , শব্দগঠন, পদান্বয় ও বাক্যবিন্যাস রীতিরও আলোচনা করেছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের ভাষারীতি ও গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যগলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সূত্রাকারে তুলে ধরা যায় :

এক ।।বাংলা গদ্যভাষা প্রথম আভিজাত্য লাভ করে ।

দুই।। বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা , বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন ।

তিন।। বাংলা ভাষাকে জড়ত্ব ও অকারণ কাঠিন্য থেকে অনেকটা মুক্ত করেন ।

চার ।।তাঁর গদ্যরীতির অনেক পদই অধুনা অপ্রচলিত এবং শব্দযোজনার ক্ষেত্রে বা বাক্য নিমার্নের ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজি বাক্য গঠনরীতির অনুরূপ ।

পাঁচ ।।তাঁর গদ্যে অনেক সময় কর্তা ও ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের প্রলম্বিত গঠন রীতির কারণে সম্পর্ক সূত্র কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে ।

ছয় ।। রামমোহনের হাতে তাঁর গদ্য সমসাময়িক সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে কল্যাণধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণেই হয়ে উঠেছে চিন্তাবাহী , মননসমৃদ্ধ , যৌক্তিক পারম্পর্যে বিধৃত ।

সাত।। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও গৌরবের দিক থেকে অনেকটা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ।

আট ।। সাধু ও চলিতভাষা নিয়ে তিনি পরীক্ষা -নিরীক্ষাও করেছেন ।

সমগ্র আলোচনা শেষে বলা যায় তিনি বাংলা ভাষার প্রথম প্রাবন্ধিক (চিন্তা প্রধান) ।তবে তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত নয় বরং বাংলা গদ্যের উল্লেখযোগ্য লেখক ।সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামমোহন সম্পর্কিত মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

> ''বাংলা গদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল । সুললিত সাহিত্যিক গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্ত্বে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন । এইজন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিক্ নির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন ।'' (রামমোহনের গদ্য রচনা , সমকালীন, আশ্বিন , ১৩৬৮ ,পৃষ্ঠ-৩৯৮) ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১।বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খন্ড)-সুকুমার সেন
২।বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস - সজনীকান্ত দাস
৩। বাংলা সাহিত্যে গদ্য- সুকুমার সেন
৪।বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩য়)- ভূদেব চৌধুরী
৫।বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬ষ্ঠ)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়